দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

৩৫ বছরে পৌনে দুলাখ দারিদ্র শিশুর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করেছে ইউসেপ

॥ সালেহ টিটু, বরিশাল অফিস ॥

দীর্ঘ ৩৫ বছরে এদেশের গরীব-অসহায় খেটেখাওয়া ১ লাখ ৭১ হাজার শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে বেসরকারী সংস্থা আন্ডারপ্রিভিলাইজড চিলড্রেনস এডুকেশন প্রোগ্রাম (ইউসেপ)। নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দা লিনডেসি আলান চাইনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রী ও সন্তানদের হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। নিজ সন্তানের দুঃখ ভুলে যেতে তিনি অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর তিনি সেভ দ্যা চিলড্রেনের কান্ট্রি ডাইরেক্টর হয়ে এদেশে যোগদান করেন। এখানে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আহমদউল্লাহ মিয়ার একটি বই পড়েন। তাতে এদেশের খেটেখাওয়া কিছু শিশুদের চিত্র তুলে ধরে তাদের শিক্ষা ও টেকনিক্যাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলান ঐ শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রুমে স্বল্প পরিসরে খেটেখাওয়া কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এর কার্যক্রম শুরু করেন। সাড়া-ফেলে।

এতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে এ ধরনের বেশ কিছু স্কুল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করেন। সেখানে গরীব-অসহায় পরিবারের ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করে তাদের মেধা যাচাই করে স্কুলে ভর্তি করা হয়। ১ম শ্রেণী থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তাদেরকে পড়াশুনা করানো হয়। এক্ষেত্রে ঐ সব ছেলেমেয়েরা যাতে একবেলা কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়। প্রতি মাসে তাদের সংসারের জন্য সাড়ে ৪শ' টাকা করে দেয়া হয়। পড়াশুনা ও ট্রেনিং যেসব ছেলেমেয়ে সফলভাবে সমাপ্ত করে তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ করে দেয়া হয়। এভাবে ঐ ৪টি বিভাগ থেকে ইউসেপ'র মাধ্যমে গত ৩৫ বছরে ১ লাখ ৭১ হাজার খেটেখাওয়া শিশুকে টেকনিক্যাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। এদের মধ্যে বর্তমানে ৯৮ হাজার শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন স্থানে এখনো কাজ করছে। ৫৪ জন দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে লেখাপড়া করছে। এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার ইউসেপ বহন

এছাড়া ডাচ বাংলা ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ১২৯ জনকে সৌদি আরব ও দুবাই পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ডাচ বাংলা ব্যাংক দিয়েছে ৬০ হাজার টাকা করে। ঐ টাকা তারা চাকরি করে কিস্তিতে পরিশোধ করছে।

বরিশালের কাশীপুরে ১ একর জমির উপর চারতলা ফাউন্ডেশনের উপর দ্বিতীয় তলা অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ করে সেখানে ১২০ জন ছেলেমেয়ের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, অটো মোবাইল, ওয়েল্ডিং ও টেইলারিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ৪ ঘন্টা করে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ বছর জানুয়ারী মাস থেকে ঐ স্কুলের কার্যক্রম শুরু করা হলেও ১৭ ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হবে। ইউসেপ'র প্রতিষ্ঠাতা লিনডেসি আলান ১৯৮৬ সালে মারা যান। বর্তমানে এর ব্যয়ভার বহন করছে ডানিডা, নরওয়ে সরকার ও ডিএফআইডি। এখানকার বিভাগীয় সমন্বয়কারী মহিতুল হাসান জানান, ইউসেপ'র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের কাজ দেয়ার জন্য দেশের বড় বড় টেক্সটাইল মিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পকারখানার কর্তৃপক্ষ যোগা